

এইচআইভি এবং এইডস

এইচআইভি একটি জীবাণু। এই জীবাণু শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। এইডস হলো কতগুলো রোগের সমষ্টিমাত্র। এইচআইভি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির এইডস হতে কয়েক মাস থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। এই সময়সীমা নির্ভর করে আক্রান্তের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার ধরণের ওপর।

এইচআইভি ভাইরাস দ্বারা কেউ আক্রান্ত হলে এইচআইভি পজিটিভ দেখায়। এইচআইভি পজিটিভ ব্যক্তি আক্রান্ত হবার সাথে সাথেই অসুস্থ হয় না, এমনকি শুরুতে কোন লক্ষণও দেখা যায়না।

এইচআইভি/এইডস কীভাবে ছড়ায়

অনিরাপদ শারীরিক সম্পর্ক

- এইচআইভি প্রধানত কনডম ছাড়া শারীরিক সম্পর্কের সময় রক্ত, বীর্য, যোনি রসের মাধ্যমে ছড়ায়
- যৌন বাহিত রোগ অথবা ধর্ষণের ফলে গোপনাঙ্গে সৃষ্ট ক্ষত এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।



সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ

- এইচআইভি সংক্রমিত রক্ত একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে প্রবেশ করলে এই রোগ ছড়িয়ে যায়
- অন্যের সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে রক্তে এইচআইভি সংক্রমিত হতে পারে।



গর্ভবতী মা ও তার বুকের দুধ

- এইচআইভিতে সংক্রমিত মা হতে প্রসবের সময় রক্তের মাধ্যমে শিশু সংক্রমিত হয়
- প্রসবের পর সংক্রমিত মায়ের বুকের দুধ খেলে বিশেষ করে শাল দুধ খেলে শিশু সংক্রমিত হতে পারে
- গর্ভবতী মায়ের এন্টিবায়োটিক/আইরাল ওষুধ দিলে মা হতে শিশুতে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেক কমে যায়।



এইচআইভি/এইডস কীভাবে ছড়ায় না



- আক্রান্ত ব্যক্তির হাত ধরলে, জড়িয়ে ধরলে, আদর করলে, চুমু খেলে
- স্কুলে, কাজে বা এলাকার সংক্রমিত ব্যক্তিদের কাছাকাছি আসলে
- আক্রান্ত ব্যক্তির কাপড়, খাবার, খালা-বাসন, বিছানা, তোয়ালে ইত্যাদি ব্যবহার করলে
- পোকামাকড়ের কামড়ে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি, কাশির মাধ্যমে
- আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে গোসল করলে, পুকুরে সাঁতার কাটলে
- একই পায়খানা, প্রস্রাবখানা বা গণশৌচাগার ব্যবহার করলে
- মশা, মাছি, পোকা-মাকড় বা কোন পশু কামড়ালে এইডস ছড়ায় না

এইচআইভি/এইডস এর লক্ষণসমূহ

- অস্বাভাবিক ওজন হ্রাস
- একমাস বা ততোধিক সময় ধরে ডায়রিয়া
- একমাস বা ততোধিক সময় ধরে জ্বর
- একমাস বা ততোধিক সময় ধরে কাশি
- সাধারণ চুলকানী সহ চামড়ার প্রদাহ
- সারা শরীরে লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া
- অন্যান্য সুযোগ সন্ধানি সংক্রমণ



এইডস এর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী

- যৌন কর্মী (মহিলা ও পুরুষ) এবং তাদের খদ্দের, এদের পরিবার পরিজন
- দূর পাল্লার বাস/ট্রাক/ভ্যান ড্রাইভার
- শহুরে ভাসমান জনগোষ্ঠী, পথশিশু
- ভাসমান যৌনকর্মী
- শ্রমিক হিসাবে ছোট ব্যবসা বা কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী
- নেশাকারী ও পেশাদার রক্ত বিক্রেতা
- হাসপাতালের ডাক্তার/নার্স
- জাহাজের নাবিক, বিদেশ ফেরত ব্যক্তি

যৌন সংক্রমণ (এস টি আই)

যৌন সংক্রমণ (এস টি আই) কাকে বলে?

যে সমস্ত সংক্রমণ অনিরাপদ যৌন মিলনের বা যৌন সংস্পর্শের মাধ্যমে ছড়ায় তাকে যৌন বাহিত সংক্রমণ (এস টি আই) বলে।

যৌন সংক্রমণের কারণসমূহ

- যৌন রোগ আছে এমন কারো সাথে কনডম ছাড়া যৌন মিলন করা
- যৌন রোগ আছে এমন কারো রক্ত শরীরে নেওয়া
- যৌন রোগ আছে এমন রোগীর ঘা বা ক্ষত স্থান থেকে অন্য কারো শরীরের ক্ষতস্থান বা ঘা-তে সরাসরি স্পর্শ লাগা বা রক্ত মিশে যাওয়া
- যৌন রোগ রয়েছে এমন রোগীর সন্তানেরও জন্মকালীন সময়ে এসব রোগ হতে পারে
- কিছু কিছু যৌন রোগ কাপড় বা বিছানা হতেও ছড়াতে পারে (যেমন : চুলকানি)

যৌন সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণ এবং উপসর্গ

- অনেক সময় প্রথমে কোন অসুবিধা দেখা যায় না
- সহবাসের সময় ব্যথা হয়
- প্রস্রাবে জ্বালাপোড়া বা ব্যথা হয়
- যোনিপথে প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ বা ঘন দইয়ের মত শ্রাব হতে পারে
- তলপেটের দুইদিকে ব্যথা করে
- অন্ডকোষে ব্যথা হয় বা ফুলে যায়
- যোনিপথে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া হয়
- যৌন অঙ্গ এলাকায় ব্যথাহীন ঘা হতে পারে
- কুঁচকিতে গোটার মতো হতে পারে



যৌনবাহিত রোগ সংক্রমণের দীর্ঘমেয়াদী পরিণতি

মহিলাদের :

- বন্ধ্যাত্ব
- দীর্ঘমেয়াদী পেটে ব্যথা
- এন্টোপিক প্রেগনেসি ও জরায়ু-মুখের ক্যান্সার
- সময়ের আগে প্রসব
- আপনা আপনি ক্রমের মৃত্যু
- এইচআইভি রোগ সংক্রমণের বাড়তি ঝুঁকি
- স্নায়বিক সিম্ফিলিস

পুরুষদেরঃ

- মূত্রনালীর সংকীর্ণতা
- বন্ধ্যাত্ব
- এইচআইভি রোগ সংক্রমণের বাড়তি ঝুঁকি
- স্নায়বিক সিম্ফিলিস

নবজাতকের জন্য :

- জন্মগত অস্বাভাবিক গঠন
- অন্ধত্বের ঝুঁকিসহ চোখের সংক্রমণ অথবা নিউমোনিয়া
- মৃতপ্রসব সহ পেরিনেটাল মৃত্যু
- এইচআইভি রোগ সংক্রমণের বাড়তি ঝুঁকি

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি

- রোগীর শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি
- কলংক ও সামাজিক হয়রানী
- বন্ধ্যাত্ব তার কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া, বিবাহ বিচ্ছেদ ও যৌন ব্যবসা
- চিকিৎসা খরচ
- উৎপাদনশীল সময়ের অপচয়
- এক ঘরে হওয়া ও সামাজিক বৈষম্য



এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের উপায়

- কোন কারণে রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হলে রক্তদাতার রক্তে এইচআইভি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেওয়া
- যৌনসঙ্গী নির্বাচনে সতর্ক হতে হবে এবং মিলনের আগে খোলাখুলি কথা বলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
- যৌন মিলনের সময় অবশ্যই কনডম ব্যবহার করতে হবে
- যে কোন রোগে আক্রান্ত হলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে
- প্রতিবারই ইনজেকশনের নতুন সূঁচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে
- এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের ক্ষেত্রে সন্তান গ্রহণ, গর্ভাবস্থা, প্রসব এবং সন্তানকে বুকের দুধ দেয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে



Population Services and Training Center

House # 93/3, Level 4-6, Road # 8, Block - C, Niketon
Gulshan 1, Dhaka 1212, BANGLADESH
+88 02 9884402, 9853284, 9857249, 9840891, 9841231
+88 02 9857268
pstc@pstc-bgd.org
www.pstc-bgd.org

যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানব সবাই মিলে এইডস প্রতিরোধ করব



বাংলাদেশে এইচআইভি ঝুঁকিতে থাকা তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার রক্ষায় একটি প্রোগ্রাম

